JUN. 16 2002

নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন

সমাজের সর্বব্যাপী শিক্ষার বিস্তার বা সম্প্রসারণই হচ্ছে গণশিক্ষা। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে কৃষি, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক, প্রগতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। গণশিক্ষার বদৌলতে সর্বশ্রেণী মানুষের মাঝে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়; শিল্প ও বাণিজ্যের গুরুত্ব অনুভূত হয়। ব্যক্তিস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থের সুষম সমন্বয় সাধনের জন্য গণশিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন। এজন্য প্রথমেই দেশের শিক্ষিত জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক শিক্ষা চালু করতে হবে। হাঁস-মুরগি পালন, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জ্ঞান, সমবায়ের গুরুত্ব, কৃষি সমস্যা অর্থাৎ বাস্তব জীবনের সকল সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে। পাশাপাশি গণপাঠাগার স্থাপন ও জাতীয় পর্যায়ে রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে গণশিক্ষা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে শিক্ষাকে জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে হবে। গ্রামীণ পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় বছরের শুরুতেই বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় সংস্কার, সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন-ভাতা প্রদান এবং তাদের যথাযথ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে চৌকস শিক্ষক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিকেও সফলতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। সর্বোপরি তৃণমূল পর্যায়ে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে দেশের প্রতিটি গ্রামেই খেটে খাওয়া বয়স্ক নারী-পুরুষদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন অবশ্যই বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন।

ওহাব
দক্ষিণ শ্যামপুর, সাভার, ঢাকা